উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.nbr.gov.bd

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ঢাকা, ০৯ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ।

শেওলা-সুতাকান্দি শুল্ক স্টেশনকে আধুনিক, মানসম্মত ও কার্যকর শুল্ক স্টেশনে রুপান্তর করা হবে-এনবিআর চেয়ারম্যান

আজ সোমবার ৯ জানুয়ারি ২০১৭ ইং তারিখে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সিলেটের শেওলা-সুতাকান্দি শুল্ক স্টেশন পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি শুল্ক স্টেশনের সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। শেওলা-সুতাকান্দি শুল্ক স্টেশনকে আধুনিক, মানসম্মত ও কার্যকর একটি শুল্ক স্টেশনে পরিণত করার জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ভারতের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এই শুল্ক স্টেশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮ সালে এই শুল্ক স্টেশনটি চালু হয়। বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক আরো উচ্চমাত্রায় পৌঁছাতে এই স্টেশনটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, দুই দেশের মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম আরো সহজতর করার লক্ষ্যে স্থল শুল্ক বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন ও যুগোপযুগী করা প্রয়োজন। এ স্টেশনের সাথে বাংলাদেশ-ভূটান-ভারত-নেপাল (BBIN) Regional Connectivity আছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো আন্তঃদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ। এই জন্য এ সীমান্ত শুল্ক স্টেশনটির গুরুত্ব সর্বাধিক।

পরিদর্শনের সময় জনাব মোঃ নজিবুর রহমান বলেন, 'অদূর ভবিষ্যতে শেওলা-সুতাকান্দি শুল্ক স্টেশনকে আধুনিক, মানসম্মত ও কার্যকর শুল্ক স্টেশনে রুপান্তর করা হবে। আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম আরো নির্বিঘ্ন করতে শুল্ক স্টেশনে ওয়েব্রিজ স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানির পণ্য তালিকা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই সময় তিনি আরো বলেন, সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব প্রয়োজন। এই রাজস্ব আহরণের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুমাত্রিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে শুল্ক স্টেশনসমূহের আধুনিকায়ন অন্যতম অগ্রাধিকার।

সম্প্রতি বাংলাদেশ-ভারত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে দুই দেশের রাজস্ব সংস্থার মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বোর্ডের প্রধানের সাথে পুনরায় এ বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্য বাড়াতে উভয় দেশের শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করার লক্ষ্যে পরবর্তী বৈঠকে উভয় দেশের শুল্ক স্টেশনের অবকাঠামো উন্নত করা, ভারতের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের কাউন্টার ভেইলিং ডিউটি প্রত্যাহার, বাংলাদেশী পণ্যের মান সনদ ভারতে গ্রহণ না করা, উভয় দেশের শুল্ক স্টেশনে 'কার পাস' সুবিধা (এক দেশের গাড়ি অন্য দেশে মালামালসহ প্রবেশ করে লোড-আনলোড করা) নিশ্চিত করা, বন্দরকে অটোমেশনের আওতায় আনা, উভয় দেশের স্টেশনে কার্যসময়ের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা, উভয় দেশের শুল্ক সম্পর্কিত তথ্যাদি আদান-প্রদান করার মত ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

(সৈয়দ এ. মুমেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ
বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।